দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক — মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশ কালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক ঃ সোহহম’—

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Posted on 8th & 9th February, 2022 from New Delhi PSO
Date of Publishing 6th February, 2022

Total pages 7

RNI NO - DELBEN/2001/2869
POSTAL REGD. NO. DL(ND)-11/6115/2018-19-20

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৪৮

ASSOCIATION SAMBAD

February - 2022 Volume 23 No.3

Price Rupee One

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন

www.bengalassociation.com

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে

দীর্ঘ দু'বছর ধরে সারা পৃথিবীতে করোনা অতিমারী তার তান্ডব চালিয়ে চলেছে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশে এই অতিমারী এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে। বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্য জগৎকে প্রায় তছনছ করে দিয়েছে।

সঙ্গীতশিল্পী, নাট্যশিল্পী যারা নিজেদের কর্ম সংস্থান হিসেবে এই পেশাকে বেছে নিয়ে মূলত মঞ্চে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত, তাদের অবস্থা এই করোনাকালীন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত শোচনীয়। এছাড়া এই অনুষ্ঠানগুলিতে যারা মঞ্চের পিছনে থেকে (মাইক, সাউণ্ড, আলো, মঞ্চসজ্জা, মেকআপ) তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো, তারাও আজ কর্মহীন।

সরকার সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ করে দেওয়ায় উপরোক্ত শিল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় তাদের সংসার কিভাবে চলবে? শিল্প সংস্কৃতি মানুষের মনের বিকাশ এবং ভারসাম্য বজায় রাখে। এই বিপর্যয়ের সময় মানুষকে সুস্থ রাখা যেমন জরুরি তেমনি তার মনকে চাপমুক্ত করাটাও জরুরি। শিল্পীরা তাদের শিল্প ভুলে যেতে বসেছেন। অনলাইনের মাধ্যমে কিছু করতে চেষ্টা করছেন তবে তাতে বিশেষ কিছু সুরাহা হচ্ছে না। এই মুহূর্তে প্রয়োজন কর্মহীন মানুষগুলোর কর্মসংস্থানের।

দিল্লীতে প্রায় ১৯ লক্ষ বাঙালি বাস করেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যারা পাকাপাকি ভাবে দিল্লী নিবাসী, আর কিছু মানুষ আছেন যারা চাকরি সূত্রে দিল্লীতে সাময়িকভাবে বসবাস করেন। এই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে শুধুমাত্র রোজগার করেই সময় কাটাতে পারে না মানুষ, সেই সঙ্গে প্রয়োজন মনের খোরাক। এই মনের খোরাক মেটাতেই দিল্লীর বিভিন্ন বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং নাট্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল। সেই সব সংস্থার কথা চিন্তা করেই বেশ কিছু বছর আগে গোল মার্কেটের মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয় বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সময়ে নানান ধরণের অনুষ্ঠান, সামাজিক

উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দিল্লীর বাঙালিদের এক বটবৃক্ষের ছায়ার নীচে রেখেছে এবং বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির নিরন্তর প্রচার এবং প্রয়াস করে চলেছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ থাকার ফলে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন গঠন করার সেতু নির্মাণ হেতু যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি করা হত আজ তা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে বর্তমান সরকার।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন এই অতিমারীর মধ্যেও অনলাইনে অনুষ্ঠান করে এবং সরকারি বিধি মেনে লেখকদের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনের অন্ধকার কাটাতে সাময়িকভাবে সক্ষম হয়েছিল। করোনা অতিমারীর প্রভাবে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দিল্লীর বাঙালিদের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনায় বেঙ্গল অ্যাসোসিশেনের তরফ থেকে আমরা স্থির করেছি যে করোনা পরিস্থিতি আগামী কয়েকমাসে কিছুটা স্বাভাবিক হলেই আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সিনে উৎসব, বইমেলা এবং বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করবো।

আশা করি পৃথিবী আবার সুস্থ হয়ে উঠবে, আবার আমরা সকলে মিলিত হয়ে আগের মত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে একে অপরের সঙ্গে মেলবন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হব। আশা করি আমাদের এই কর্মযজ্ঞে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাব।

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব ওয়েব সাইটটি বর্তমানে পরিমার্জিত এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ এই ওয়েবসাইটটি অফিসিয়ালি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। আমাদের অভিনন্দন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বইমেলা, সিনে উৎসবে বা বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব বর্তমান সময়ে সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। আশা

করি যত শীঘ্র সম্ভব আমরা এইসব অনুষ্ঠানের সম্ভার নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে পারবো। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

শোকসংবাদ

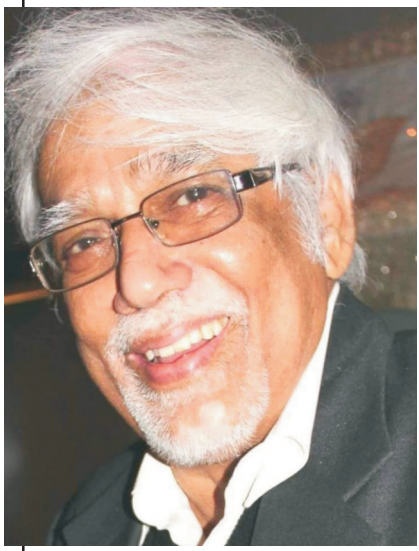

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি কবি, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী অরুণ চক্রবর্তী গত ২০শে জানুয়ারী, ২০২২ কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। দীর্ঘদিন তিনি দিল্লীর বাসিন্দা ছিলেন। ন্যাশানাল বুক ট্রাস্টের বাংলা বিভাগের কাজ দেখাশোনা করতেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বহুদিন থেকে এবং আজীবন সদস্য ছিলেন। কবি অরুণ চক্রবর্তী একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। প্রাংশু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃতুতে আমরা গভীর শোকাহত। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

মুক্তধারা পুস্তক বিপণী

বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন

গোলমার্কেট, ১৮-১৯ ভাই বীর সিং মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০০১

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মুক্তধারা পুস্তক বিপনী অনেক নতুন বাংলা বই-এর সম্ভারে সেজে উঠেছে। দিল্লিতে বসে যারা নতুন বাংলা বই-এর সন্ধান করছেন তাঁরা এসে নতুন বই দেখে কিনে নিয়ে যেতে পারেন। দিল্লিতে একমাত্র বাংলা বই-এর দোকান মুক্তধারা।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট www.bengalassociation.com থেকেও বই-এর নাম ও দাম দেখে আমাদের অর্ডার করতে পারেন। যৎসামান্য ডেলিভারি চার্জের বিনিময়ে আপনার বই আমরা আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্য প্রস্তুত।

ফোন করুন অথবা চলে আসুন সকাল ১১টা থেকে ৬টার মধ্যে।

ঠিকানা ঃ

১৮-১৯ ভাই বীরসিং মার্গ,

গোল মার্কেট, নিউ দিল্লি - ১১০০০১।

আমাদের বই-এর দোকান শুধুমাত্র রবিবার বন্ধ থাকে।

বই কিনুন, বই পড়ুন

বই উপহার দিন।

মুক্তধারা পুস্তক বিপণী

Editor and Publisher Shri Tapan Sengupta
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487